HUMAN RIGHTS
OMMISSION
OLKATA-27

File No. 91 /WBHRC/~~Gen~~/SMC/2017

Date: 01 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ekdin' a Bengali daily dated 02.03.2017, captioned ' ছাত্রকে মারধর, অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধেই'

The District Inspector of Schools(H.S.) South 24-Parganas is directed to furnish a report after enquiry into the matter by 7th April,2017.

Superintendent of Police, South 24-Parganas is directed to furnish a report indicating steps taken by 7th April,2017 enclosing thereto:-

(a)full address and particulars of the victim student;

(b)statement of the victim student.

3/3

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 02.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

accordingly

ছাত্রকে মারধর, অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহিষাদল: মহিষাদল রাজ হাইস্কুলের নবম শ্রেণির এক ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রটি। তাকে চিকিৎসার জন্য মহিষাদল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ছাত্রের পরিবার।

নবম শ্রেণির ওই ছাত্র অগ্নিভ চক্রবর্তীর বাবা অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের

মহিষাদল

ইতিহাসের শিক্ষক বকুল মুর্মুর অনুমতি নিয়েই বাথরুমে যায় আমার ছেলে। সেখান থেকে ক্লাসে ফেরার মুখে প্রধান শিক্ষক উত্তম তুঙ্গ অগ্নিভকে আটকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কোথায় গিয়েছিল? তারপরই কোনও কথা না-শুনে বেদম প্রহার শুরু করেন প্রধান শিক্ষক।' প্রহৃত ছাত্রের মা স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মহাশ্বেতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'আমার ছেলে মেধাবী ও অত্যন্ত নম্র। সেটা জানেন প্রধান শিক্ষক। তারপরও নির্বিচারে অমানুসিক মারধর করেছেন তাকে। শিক্ষকের মারে ছেলের পিঠে, হাতে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে। তবু বাড়ি ফিরে ভয়ে আমাদের কিছুই জানায়নি। কিন্তু, রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ও শরীরে কীভাবে ক্ষত হয়েছে জানতে চাপ দেওয়ায় অগ্নিভ সমস্ত কিছু জানায়। মঙ্গলবার রাতে অসুস্থ অগ্নিভকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।' বুধবার বিদ্যালয় চালু হওয়ার পর অন্যান্য অভিভাবিকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তাঁরা জানিয়েছেন এই ঘটনা জানার পর তাঁদের বাড়ির পড়ুয়ারা ভয়ে বিদ্যালয়ে আসতে চাইছে না। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরাও প্রধান শিক্ষকের এই আচরণের নিন্দা করেছেন। যদিও প্রধান শিক্ষক উত্তম তুঙ্গ এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি তিনি। মহিষাদল থানার তরফে জানানো হয়েছে ঘটনার তদন্ত করে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।